যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

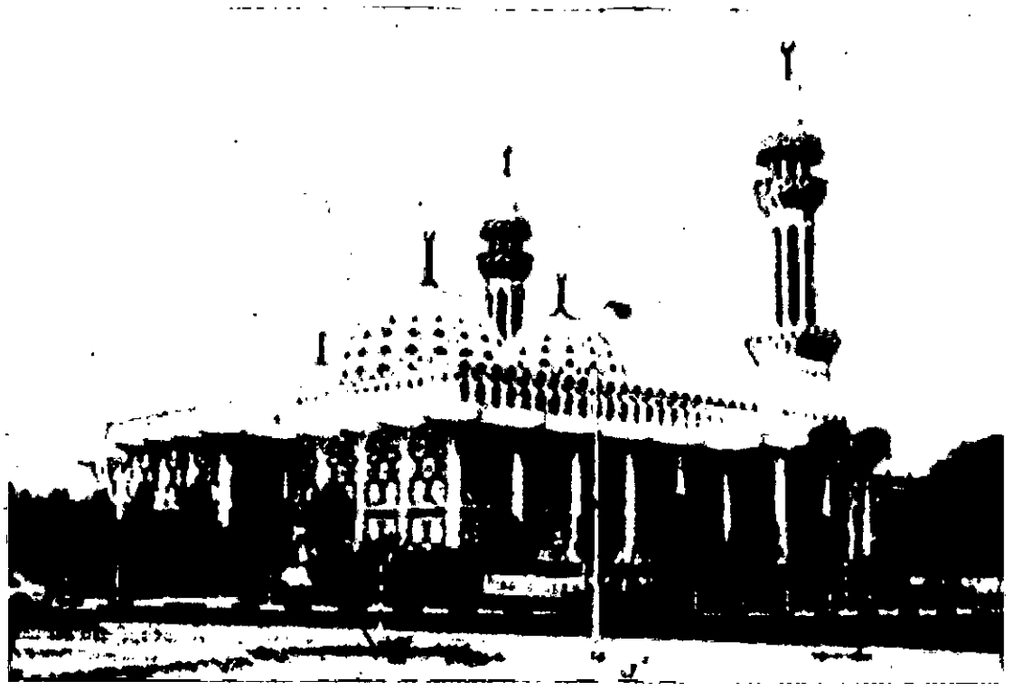

নিউইয়র্কে মাদ্রাসা শিক্ষা

জাকির হোসেন সরকার

প্রতি বছরই আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে শিক্ষার বিভিন্ন আঙ্গিকে নতুন নতুন স্কুল তৈরি করা হয়। এরকম নতুন নতুন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় এক হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকার গ্রীষ্মকালীন ছুটির অবসরে ঠিক তেমনি একটি স্কুল কিছুটা সমালোচনার মুখে প্রতিষ্ঠালাভ করে। যার নাম খলিল জিবরান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি। নিউইয়র্ক শহরে এটিই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা আরবীয় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি উৎসর্গ করা হয়। অর্থাৎ আরবি ভাষা, কোরআন, সুন্নাহসহ বিভিন্ন ইসলামিক বিষয়াদির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর কর্তৃপক্ষ একটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ একাডেমিতে অধিকাংশ ক্লাসে আরবি ভাষায় শিক্ষাদান করা হবে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তটি কিছুটা সমালোচনার মুখে পড়ে। কেননা নিউইয়র্কের শিক্ষাদান পদ্ধতি স্প্যানিশ, মান্দারিন, চাইনিজ, রাশিয়ান এবং হাইতিয়ান ক্রিয়ল ভাষায় হয়ে আসছে। খলিল জিবরান একাডেমি কেন এর ব্যতিক্রম হবে? শহরের অনেকেই এ একাডেমিতে আরবি ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু কোন কিছুই এর গতি থামাতে পারেনি। খলিল জিবরান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি তার আপন গতিতেই চলতে থাকে।

মেয়র মেলানি জানান, এ স্কুল বা মাদ্রাসাকে কোনভাবেই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কখনও এ জাতীয় কোন কর্মকাণ্ড এখানে প্রকাশ পায় তাহলে মাদ্রাসাটি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। তবে এখানে হিজাব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অনেকের মতে হিজাব, হেডস্কার্ফ বা নেকাফ এমন একটি পোশাক যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে অনুচিত বলে মনে করেন অনেক নিউইয়র্কবাসী। খলিল জিবরান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির অধ্যক্ষ ধাবাহ আলমোনটেজার নিজে হিজাব পরেন এবং এর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিও উপস্থাপন করেন। মিসেস আলমোনটেজার বলেন, 'ইসলাম কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। ইসলাম অবশ্যই শান্তির ধর্ম।' তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী বোমা হামলা প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের ফরেন পলিসিকে দায়ী করেন।

তিনি ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমেরও তীব্র নিন্দা জানান। মিসেস আলমোনটেজার জর্জ ডব্লিউ বুশকে অখন্ডিত্ব বলে আখ্যায়িত করে বলেন, বুশ পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার এই অভিমতকে কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ জানান এবং ২০০৫ সালে অসংখ্য স্বাধীনতাকামী কর্মকাণ্ড ও সাম্যবাদিতার জন্য তাকে পুরস্কৃত করেন। তার এই উদ্দেশ্য খলিল জিবরান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির জন্য খুবই ইতিবাচক একটি দিক। তিনি বলেন, এই আন্তর্জাতিক একাডেমি ঔপনিবেশিকসুলভ আচরণ এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কখনোই ভয় পায় না এবং তিনি দৃঢ়ভাবে এও ঘোষণা দেন যে, খলিল জিবরান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি পুরোপুরি আরবি ভাষায় এবং ইসলামী আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে পরিচালিত হবে।